সত্যমেব জয়তে

ত্রিপুরা সরকার

বিগত ২ বৎসরে সমবায় দপ্তর

সমবায়ের ৭ টি নীতি

॥ স্বেচ্ছা ও মুক্ত সদস্য পদ ॥

॥ গণতান্ত্রিক পরিচালনা ॥

॥ স্বশাসন এবং স্বাধীনতা ॥

॥ সমাজের জন্য চিন্তাভাবনা ॥

॥ শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং তথ্যাদি প্রচার ॥

॥ সমবায় সমিতিসমূহের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ॥

॥ অর্থনৈতিক ব্যাপারে সভ্যগণের অংশগ্রহণ ॥

এক নজরে সমবায় দপ্তর

সমবায় দপ্তর স্থাপিত : ১৯৬১ সাল

জেলা স্তরে অফিস : ৮টি মহকুমা স্তরের অফিস : ৯টি
ব্লক স্তরের অফিস : ৪৭টি নগরপঞ্চায়েত স্তরের অফিস : ৭টি

প্রথম সমবায় সমিতি গঠিত : ১৯৪৯ সালে (স্বস্তি সমবায় সমিতি)

এপেক্স্ স্তরের সমবায় সমিতি : ১১টি	প্যাক্স্ : ২১২টি	ল্যাম্পস্ : ৫৬টি
পি.এম.সি.এস. : ১৪টি	মৎস্য সমবায় : ২৩৬টি	হস্তকারু সমবায় : ৪৮টি
দুগ্ধ সমবায় : ৩৩৫টি	বহুমুখী সমবায় : ৩৬৯টি	কৃষিখামার সমবায় : ৭২টি
ভোগ্যপণ্য সমবায় : ২২০টি	শিল্প সমবায় : ৬৪টি	তাঁত সমবায় : ১৮৮টি
পশুপালন সমবায় : ২২৪টি	চা সমবায় : ৩২টি	অন্যান্য সমবায় : ৪৭৬টি

মোট : ২৫৫৭টি

সমবায় দপ্তরের মূল লক্ষ্য হিসাবে গ্রামীণ সাধারণ জনগণের আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে দপ্তরের পদক্ষেপ সমূহ :

১) নিবন্ধীকৃত নতুন সমবায় সমিতি :

এটা বলা বাহুল্য মার্চ, ২০১৮ হইতে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক সর্বমোট ৯৪১টি নতুন সমবায় সমিতি গঠিত হয়। তন্মধ্যে **২৩৯টি** দুগ্ধ সমবায়, **২৩৭টি** বহুমুখী সমবায়, **২০৩টি** পশুপালন সমবায়, **৮৩টি** মৎস্য সমবায়, **৫৪টি** কৃষি সমবায়, **৮২টি** অন্যান্য সমবায় এবং উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের দ্বারা গঠিত **৪৩টি** সমবায় সমিতি হিসেবে নিবন্ধীকৃত হয়েছে।

উল্লিখিত বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক ব্যবসার মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলি তাদের সদস্যদের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের "**ভিশন ডকুমেন্ট**" মাথায় রেখে, রাজ্যের প্রত্যকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এ.ডি.সি. ভিলেজে অন্ততঃ একটি করে সমবায় সমিতি গঠন করার কাজ প্রায় ১০০ শতাংশ সাফল্যের দিকে চলেছে।

২) অন-লাইন এর মাধ্যমে সমিতি নিবন্ধকরণ :

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দপ্তরের পরিষেবাগুলি সাধারণ জনগণের কাছে সহজে পৌঁছানোর লক্ষ্যে অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন অর্থাৎ সমিতি নিবন্ধীকরণের কাজ অন-লাইনের মাধ্যমে করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা আগামী মার্চ, ২০২০ মধ্যে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

৩) ইন্টিগ্রেটেড কো-অপারেটিভ ডেভল্যাপমেন্ট প্রজেক্ট (ICDP) :

সরকারের অনুমোদন ও এন.সি.ডি.সি-র সহায়তায় ধলাই, উত্তর ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলায় একসাথে **৩টি** আই.সি.ডি.পি প্রকল্পের কাজ চলছে। এখন পর্যন্ত **৬৪টি** সমিতির পরিকাঠামো উন্নয়নে স্থায়ী সম্পদ নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় ৬০০ (**ছয়-শ**) **লক্ষ** টাকা ব্যয় করার মাধ্যমে। এই পরিকাঠামোগুলি, সমিতির মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৪) মিল্ক-পার্লার স্থাপন :

অতিসম্প্রতি, গোমতী কো- অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লি: সকল অংশের ভোক্তাদের সুবিধার্থে সারা রাজ্যে ৩০টি মিল্ক পার্লার স্থাপন করার কাজ হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে হালাহালি কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ, গোলাবাড়ী মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন, মোহনপুর পি.এম.সি.এস. এবং তেলিয়ামুড়া পি.এম. সি.এস-এ ৪টি মিল্ক পার্লার খোলা হয়েছে। বাকীগুলি শহর ও শহরতলীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং অন্যান্য স্থানে যেমন — আই. জি.এম, জি.বি হাসপাতাল, এ.আর.ডি.ডি দপ্তর, কালীবাজার, গান্ধীগ্রাম এলাকা,

জম্পুইজলা এলাকায় স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

৫) জেনেরিক ঔষধ বিপণন কেন্দ্র :

সারা রাজ্যে ২৭টি জেনেরিক ঔষধ কাউন্টার খোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত ২০ (কুড়ি) টি জেনেরিক ঔষধ কাউন্টারের মাধ্যমে ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন (টি-মার্কফেড) দ্বারা ১০টি নিম্নলিখিত কাউন্টার পরিচালিত হচ্ছে, আই. জি. এম, এ.জি.এম.সি, টি.এম.সি, বিশালগড়, উদয়পুর, বিলোনীয়া, খোয়াই, কুলাই, কৈলাশহর, ধর্মনগর, অন্য দিকে জিরানিয়া, সিধান-মোহনপুর, মেলাঘর, পানিসাগর, পূর্ববগফা-শান্তির বাজার, তেলিয়ামুড়া, জম্পুইজলা, কমলপুর মহকুমায়। এই সমস্ত কাউন্টারগুলিতে সমস্ত জনসাধারণ স্বল্পমূল্যে ঔষধ ক্রয়ের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। গত দুই মাসে জেনেরিক ঔষধ বিপণন কেন্দ্রগুলিতে মোট ৩৪.২৫ লক্ষ টাকার ঔষধ বিক্রি হয়েছে। অবশিষ্ট ৭টি কাউন্টার অনতিবিলম্বে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৬) ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক-এর বর্ধিত পরিষেবা :

ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক, সমবায় দপ্তরের অধীনে একটি শীর্ষ সমবায় সমিতি হিসাবে রাজ্যের জনসাধারণকে ১৯৫৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত তার ৬৫টি শাখার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে মার্চ, ২০১৮ থেকে এই ব্যাংক ২ (দুই) টি ভ্রাম্যমান এ.টি.এম (ATM) পরিষেবা এবং প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স এর মাধ্যমে ১৯টি মাইক্রো-এ.টি.এম পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মার্চ, ২০১৮ থেকে জানুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত মোট **১১,১৬১টি** কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (KCC) প্রদানের মাধ্যমে **১৮১১.৬০ লক্ষ** টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ৯৯৯টি জয়েন্ট লায়েবিলিটি গ্রুপ (JLG) গঠনের মাধ্যমে **৪৯৯৬ জন** মহিলা সুবিধাভোগীকে ঋণ দিয়ে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে।

এছাড়াও, ত্রিপুরা রাজ্যে একমাত্র সমবায় ব্যাংক তার ২৩টি শাখার মাধ্যমে জমি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবস্থার সরলীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় **ই-স্ট্যাম্প** (e-stamp) পরিষেবা বিভিন্ন মহকমায় চালু করেছে।

৭) কুমারঘাট মাল্টি শপিং কমপ্লেক্স :

গত ২২শে জানুয়ারী, ২০২০ ইং তারিখে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমায় একটি মাল্টি শপিং কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক তথা চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা মার্কফেড শ্রী কৃষ্ণধন দাস মহোদয়। তাছাড়া উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী ভগবান দাস, মাননীয় বিধায়ক, পাবিয়াছড়া, শ্রী সুধাংশু দাস, মাননীয় বিধায়ক, ফটিকরায় ও শ্রী নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী, ডেপুটি রেজিষ্টার, সমবায় দপ্তর।

৮) ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী :

ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন সমবায় দপ্তরের একমাত্র ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ত্রিপুরার বিভিন্ন সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্য, পরিচালক কমিটির সদস্য এবং পাশাপাশি জনগণের মধ্যে সমবায়ের কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী জারি রেখেছে। মার্চ, ২০১৮ থেকে জানুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন **১০৫টি** প্রশিক্ষণ শিবির করেছে। তার মধ্যে **৪২টি** প্রশিক্ষণ হয়েছে ব্লক স্তরে এবং **৬৩টি** হয়েছে ইউনিয়নের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মধ্যে।

৯) এন. সি. ডি. সি উৎকর্ষতা পুরস্কার প্রদান :

জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম (NCDC) কর্তৃক দৃষ্টান্তমূলক সাফল্যের জন্য আঞ্চলিক পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত রাজ্যের ৫ (পাঁচ) টি সমবায় সমিতিকে বিগত ১৩-০২-২০১৯ ইং তারিখে আগরতলা টাউন হলে উৎকর্ষতা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

রাজ্যের পুরস্কৃত ৫ (পাঁচ) টি সমবায় সমতি হল :

ক) ২টি প্রাইমারী মার্কেটিং সমবায় সমিতি লিঃ – ১ম পুরস্কার ঃ **কুমারঘাট প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ**, কুমারঘাট, ঊনকোটি জেলা এবং ২য় পুরস্কারঃ উদয়পুর প্রাইমারী মার্কেটিং সমবায় সমিতি লিঃ উদয়পুর, গোমতী জেলা।

খ) ২টি প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি – ১ম পুরস্কার ঃ **প্রগতি প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ**, মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা এবং ২য় পুরস্কার ঃ নেতাজী প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

গ) ১টি উইমেন্স কো-অপারেটিভ সমবায় সমিতি – আঞ্চলিক সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা সমবায় সমিতি হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে, **পপুলার উইমেন্স কো-অপারেটিভ ফর ক্রেডিট এন্ড থ্রিফট সোসাইটি লিঃ**, উদয়পুর, গোমতী জেলা।

১০) সমবায়ের মাধ্যমে রেশন সামগ্রী সরবরাহ :

বর্তমানে, **১১৭টি** প্রাথমিক বিপণন সমবায় সমিতি লিমিটেড (PMCS), ল্যাম্পস এবং প্যাক্স **মোট ২০৮টি** রেশন সপ পরিচালনা করেছে। সমস্ত ত্রিপুরায় **২৬৮টি** ল্যাম্পস এবং প্যাক্স-এর মাধ্যমে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের মধ্যে রেশন সামগ্রী বিক্রি করার সুযোগ আছে। সমবায় দপ্তর পরিকল্পনা নিয়েছে **২৬৮টি** ল্যাম্পস, প্যাক্স এবং **১৪টি** প্রাথমিক বিপণন সমবায় সমিতিতে কমপক্ষে একটি করে রেশনশপের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেবে।

১১) টি.এস.সি.সি.এফের (আইতরমা) লাভজনক ব্যবসা :

বিগত ২০১৮-১৯ এই এপেক্স সমবায় সংস্থা ৫৬.৮৪ লক্ষ টাকার লাভজনক ব্যবসা করেছে। এ বৎসর ফেব্রুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত ৫৬.৯১ লক্ষ টাকার লাভজনক ব্যবসা হয়েছে। মার্চ ২০২০ এর মধ্যে এ সংখ্যা এক কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে দপ্তর আশা করছে। এই এপেক্স সংস্থা ঔষধপত্র, গ্যাস বিতরণ, হাসপাতালে খাদ্য সরবরাহের কাজ করে চলছে।

১২) মার্কফেডের লাভজনক ব্যবসা :

বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে মার্কফেড ব্যবসার ক্ষেত্রে ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ব্যবসায়িক লাভ করেছে এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এ ব্যবসায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা লাভ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সমবায় দপ্তরের নতুন উদ্যোগ :

ক) কমলালেবু বিপণন :

জম্পুই, কিল্লা এবং বড়মুড়ার যে যে এলাকায় কমলা উৎপাদন হয়, ঐ সকল এলাকার ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এর মাধ্যমে কমলাচাষীদের একত্রীকরণ করে, কমলার নায্যমূল্য পাইয়ে দেবার জন্য সঠিক বিপণন ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) প্যাক্স এবং ল্যাম্পস্ এর কম্পুটারাইজেশন :

রাজ্য সরকার প্যাক্স এবং ল্যাম্পস্ এর কম্পুটারাইজেশনের জন্য (কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ৮০:২০ হারে) ব্যয় নির্বাহের শর্তে সম্মতি দিয়েছে। এই কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য NABARD -এর সাথে কথাবার্তা চলছে।

গ) সার বিতরণ :

রাজ্য সরকার ত্রিপুরা মার্কফেডের মাধ্যমে এবং ল্যাম্পস্/প্যাক্স এর সহযোগিতায় ইউরিয়া, এস. এস. পি, ও পি. ইত্যাদি সার সারা রাজ্যের কৃষিজীবিদের মধ্যে সহায়ক মূল্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ২রা ডিসেম্বর ত্রিপুরা মার্কেড দ্বারা আয়োজিত টাউন হলে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মার্কফেডের চেয়ারম্যান মাননীয় বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস মহোদয় এবং উপস্থিত ছিলেন সারা রাজ্যের ল্যাম্পস্ প্যাক্সের প্রতিনিধি বৃন্দ।

ঘ) রেজিষ্ট্রেশন ফি-তে সংশোধনী :

অর্থ দপ্তরের পরামর্শে রাজস্ববৃদ্ধির জন্য সমবায় দপ্তর সোসাইটি নিবন্ধীকরণ আইন- ১৮৬০ এর সংশোধনের মাধ্যমে ফি বাড়ানোর প্রস্তাব আইন দপ্তরের নিকট পাঠানো হয়েছে।

ই মেইল : rcstripura2013@gmail.com ওয়েবসাইট : www.cooperation.tripura.gov.in
টেলিফোন নম্বর : (০৩৮১) ২৩২৩৭৬৫/ফ্যাক্স নম্বর : (০৩৮১) ২৩২৫৯৩৫

মুদ্রণে ঃ ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, জেবি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা